বেগম রোকেয়া দিবস ২০২৫

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কন্যারা জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত দেশমাতৃকার মুক্তি অসম্ভব

বিশেষ ক্রোড়পত্র ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা
২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
০৯ ডিসেম্বর ২০২৪

বাণী

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বেগম রোকেয়া দিবস ২০২৫ উদযাপন এবং বেগম রোকেয়া পদক প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারী শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে সমাজে নারীর সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করেন। আজ ৯ই ডিসেম্বর, এই মহীয়সী নারীর জন্ম ও প্রয়াণ দিবসে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

বাংলাদেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ইতিহাসে বেগম রোকেয়ার অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি দেশের নারী সমাজকে শিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে ফুটে ওঠে তৎকালীন সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার, নারীদের প্রতি সামাজিক অবমাননা ও বঞ্চনার কথা। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন সদা সোচ্চার।

বেগম রোকেয়া ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন আধুনিক নারী। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সমাজ তথা রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। তাঁর এই উপলব্ধি ও আদর্শ আজও আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়।

এ বছর যারা 'বেগম রোকেয়া পদক ২০২৫' পেয়েছেন, তাঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আপনাদের অবদান সকলের জন্য অনুসরণীয় হয়ে থাকবে।

নারী-পুরুষের সম্মিলিত সফল অগ্রযাত্রা সমাজ ও জাতিকে আলোকিত করবে এবং দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে- বেগম রোকেয়া দিবসে আমি এ প্রত্যাশা করি।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় নারী উন্নয়নের পথিকৃত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

"আমরা সমাজেরই অর্ধাঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কীরূপে? কোনো ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই"। সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক, সংগঠক, মুক্ত চিন্তাবিদ, শিক্ষা অনুরাগী, জ্ঞানপিপাসু, নারী জাগরণের অগ্রদূত মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নাম নারী প্রগতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। বেগম রোকেয়ার সমগ্র জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্মের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজের কুসংস্কার ও অবরোধ প্রথার কুফল, নারী শিক্ষার পক্ষে তাঁর দৃঢ় মতামত এবং নারীর অধিকার ও নারী জাগরণ সম্পর্কে তাঁর প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা। তিনি নারী মুক্তির এক অনন্য দিশারী।

বাংলাদেশের সূচনা লগ্নের পূর্ব থেকেই এদেশের পট পরিবর্তন ও ক্রান্তিলগ্নে বেগম রোকেয়ার অনুপ্রেরণা সমাজ সংস্কার ও বৈষম্য দূরীকরণে রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছে নারী সমাজ। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে, যেখানে বৈষম্যমুক্তির নবজাগরণের ডাক দিকে দিকে। তাই আজকের ফরবহওে বাংলাদেশে বেগম রোকেয়া সব সময়ের মতোই প্রাসঙ্গিক।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালে ৯ই ডিসেম্বর রংপুরের পায়রাবন্দের একটি জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষণজন্মা এই ব্যক্তিত্ব মাত্র ৫২ বছর বয়সে ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বাংলার অসংখ্য মুসলিম নারী যখন সামাজিক বঞ্চনা ও অবিচারকে মেনে নিয়ে কঠোর পর্দার আড়ালে ঘরের চার দেয়ালকেই আপন ভুবন মনে করেছে, তখন সংগোপনে জ্ঞানসাধনায় মগ্ন ছিলেন বেগম রোকেয়া। তিনি তৎকালীন পশ্চাৎপদ উপনিবেশিক সমাজের চোখে বারবারই নারী ও পুরুষের মধ্যকার সামাজিক, অর্থনৈতিক বৈষম্য তুলে ধরেছিলেন ও তাঁর চেতনার আলোয় চারিদিক আলোকিত করার উদ্যোগ নেন। এক প্রতিকূল সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়। সমকালীন রাজনীতির বিষয়ও তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে। তাঁর রচিত মতিচুর, পদ্মরাগ, সুলতানার স্বপ্ন, অবরোধবাসিনী, মুক্তি প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। 'সুলতানার স্বপ্ন' যেন নারী শক্তির অভূতপূর্ব প্রকাশ, যেখানে নারীরা বিজ্ঞান, কৃষি থেকে শুরু করে দেশ পরিচালনার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর রচনায় প্রকাশিত হয়েছে নারী-পুরুষের যৌথ অবদানের গুরুত্ব। এমনকি কিছু রচনায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও তার বিভিন্ন মাত্রিকতার বিশেষণে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং কুসংস্কারমুক্ত আধুনিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বেগম রোকেয়া সামাজিক সমতার সম্পর্ক বিনির্মাণে নারীর সামাজিক, পারিবারিক মর্যাদার গুরুত্ব সম্পর্কে নিরলসভাবে বলে গেছেন। তিনি বিশ্বের উন্নত দেশের বিষয়েও তুলে ধরেন- "জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন"।

অনগ্রসরতা ও অসমতা দূরীকরণে তিনি নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। নারী শিক্ষার বিস্তার ছাড়া অবরুদ্ধ নারীর মুক্তি সম্ভব নয়, তিনি তা অনুধাবন করেন। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকার পরও সুশিক্ষিত বেগম রোকেয়া মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর এ বিষয়ে উৎসাহ যুগিয়েছেন তাঁর মুক্তমনা স্বামী সাখাওয়াত হোসেন। তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ আলাদা করে রাখেন। ১৯০৯ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন। মুসলিম মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, শিক্ষকতা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করা, দাপ্তরিক কাজ-সব প্রধানত তিনি একাই করেছেন। তবে সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা রোকেয়া শিক্ষা বলতে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে বা 'পাশ করা বিদ্যা'কে নয়, ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা দক্ষতা দিয়েছেন সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাকে বুঝিয়ে ছিলেন। নারীদের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে তুলতে, নারীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে বেগম রোকেয়ার এই যে আত্মনিবেদন তা আজও আমাদের জন্য অনুকরণীয়। উপমহাদেশে তিনিই একমাত্র ও অতুলনীয় ব্যক্তি যিনি নারীকে শিক্ষা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্বে চিত্রিত করার সাহস দেখিয়েছেন।

বেগম রোকেয়ার এই দিশার আলোকে নারীদের সম্ভাবনা এবং কর্মদক্ষতাকে উৎপাদনমুখী কাজে সম্পৃক্ত করে দেশের সুষম উন্নয়নের স্বার্থে নারীদের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুক্ত করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডাব্লিউবি)-এর মাধ্যমে ২ (দুই) বছরের জন্য অতি দরিদ্র নারীদের প্রতি মাসে ৩০ (ত্রিশ) কেজি চাল (সাধারণ এবং পুষ্টি) প্রদানের পাশাপাশি তাদের জীবনদক্ষতা উন্নয়নমূলক এবং আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অপরদিকে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির আওতায় গর্ভবতী মায়ের গর্ভকালীন যত্ন ও শিশুর পুষ্টির চাহিদা পূরণে প্রথম ৩ বছর প্রতি মাসে ভাতা বাবদ ৮৫০/- প্রদান করা হচ্ছে। এটি শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকেও ত্বরান্বিত করছে। গ্রামীণ নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে অর্থনীতির মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসতে এবং সামাজিক সচেতনতায় নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সুস্থ শিশু মানেই কর্মঠ জাতি। বেগম রোকেয়া তাঁর 'শিশু পালন' প্রবন্ধে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য এবং যত্নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। একই প্রবন্ধে তিনি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কেও তাঁর ক্ষুরধার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন "আমাদের ভবিষ্যৎ বংশ রক্ষার জন্য দুটি বিষয় দরকারী হয়ে পড়েছে, দেখছি। প্রথম স্ত্রী শিক্ষার বহুল প্রচার; দ্বিতীয় বাল্যবিবাহ রহিত করা। অর্থাৎ মেয়েদের লেখাপড়া শিখাতে হবে যাতে তারা নিজেদের শরীরের যত্ন করতে শেখে; আর অল্প বয়সের ছেলে মেয়েদের বিয়ে বন্ধ করতে হবে"। তাঁর ভাষায়, "শিশু রক্ষা করতে হ'লে আগে শিশুর মায়েদের রক্ষা করা দরকার। ভালো ফসল পেতে হলে গাছে সার দেয়া দরকার"। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমির মাধ্যমে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন বিষয়ে আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়া বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র অঙ্গনার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বাল্যবিয়ে ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কাজ করে চলেছে। এছাড়া নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় নারীদের নেতৃত্ব বিকশিত করার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠনসমূহের নিবন্ধন, নির্বাচিত সমিতিসমূহের অনুকূলে অনুদান প্রদান করা ও ০৯টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল পরিচালনা করা হয়। কর্মজীবী মায়েদের কর্মস্থলে নিশ্চিন্তে অর্পিত দায়িত্ব পরিচালনার জন্য রয়েছে 'শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র'। নারী নির্যাতন হ্রাস এবং নারী ও শিশুদের সুরক্ষায় ১০৯ টোলফ্রি ন্যাশনাল হেল্পলাইন কল সেন্টার স্থাপন করে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সমন্বিত সেবা জোরদারকরণ এবং কুইক রেসপন্স টিমের কার্যক্রম (কিউআরটি) প্রকল্প চালু করা হয়েছে। শিশুদের আগামী দিনের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে তাদের ভূমিকা নিশ্চিত করতে এবং জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধে সারাদেশে ৪ হাজার ৮৮৩টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব পরিচালিত হচ্ছে। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তন জনিত লবণাক্ততা মোকাবিলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জিসিএ) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর নারীদের সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং জীবিকার মান উন্নয়ন করা হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প। "বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কল্পে" রয়েছে "নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রকল্প"।

বেগম রোকেয়ার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য 'সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ! আর কার্যত দেখাও যে, আমরা সৃষ্টি-জগতের শ্রেষ্ঠ অংশের অর্ধেক। বাস্তবিক পক্ষে আমরাই সৃষ্টি-জগতের মাতা'। সৃষ্টি-জগতের এই শ্রেষ্ঠ অংশের অর্ধেককে পিছনে রেখে দেশের উন্নয়ন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। বেগম রোকেয়ার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে, বাংলাদেশ নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্যসহ সকল ধরনের বৈষম্য দূর করতে সাহায্য করবে। বিশ্ব দরবারে সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। প্রত্যাশা করছি, বৈষম্যহীন আগামীর বাংলাদেশে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা পরিমাণগত এবং কার্যকরভাবে বৃদ্ধি পাবে। রোকেয়া দিবস/২০২৫ এ রোকেয়া পদকে ভূষিত সম্মানিত নারীদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সকল বৈষম্য দূর করার জন্য আসুন আমরা সমস্বরে বলি- "আমিই রোকেয়া"।

জিনাত আরা
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
০৯ ডিসেম্বর ২০২৪

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৯ ডিসেম্বর দেশে নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া স্মরণে বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। নারীমুক্তি ও মানবাধিকার নিয়ে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নারীসমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে এসেছিলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। এই অঞ্চলের নারীসমাজকে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে তাঁর অসামান্য অবদান জাতি চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। আজ বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে আমি এই মহীয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

উনবিংশ শতাব্দীতে রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থায় পিছিয়ে পড়া নারীদের ভাগ্যোন্নয়নের মূল চাবিকাঠি শিক্ষা। এ উপলব্ধি থেকে বেগম রোকেয়া নারীশিক্ষা বিস্তারে বিরাট সাহসী ভূমিকা পালন করেন। বেগম রোকেয়া নারী উন্নয়নের পথে যে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তার ধারাবাহিকতায় নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে যাচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

এ লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, গ্রামীণ অসচ্ছল নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভালনারেবল উইমেন বেনেফিট (VWB) কর্মসূচি, গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের এবং শহর এলাকায় স্বল্প আয়ের কর্মজীবী মায়েদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান, দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা। এছাড়াও প্রান্তিক নারীদের উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা প্রদান করাসহ কর্মজীবী নারীদের নিরাপদ আবাসনের লক্ষ্যে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল পরিচালিত হচ্ছে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিকার ও প্রতিরোধে সমন্বিত সেবা জোরদারকরণ এবং কুইক রেসপন্স টিমের কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় টোল ফ্রি (৭/২৪ ঘন্টা) Hot Line সেবা ১০৯ চালু আছে।

বেগম রোকেয়ার আর্দশ অনুসরণে নারী অধিকার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদানের জন্য যাঁরা বেগম রোকেয়া পদক পেয়েছেন আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাই।

আমি 'বেগম রোকেয়া দিবস ২০২৫'- উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

উপদেষ্টা
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৯ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসের উজ্জ্বলতম চরিত্র, বিপ্লবী চিন্তার প্রতীক, বাংলার নবজাগণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার জন্ম ও মৃত্যু দিবসে তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসায় স্মরণ করছি। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, স্ব শিক্ষায় শিক্ষিত রোকেয়া কেবল নারী শিক্ষার অগ্রদূত নন; বরং তিনি ছিলেন একাধারে একজন লেখক, সংগঠক এবং সর্বোপরি নারী মুক্তির অগ্রণী লড়াকু।

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজ যখন হাজারো বিধিনিষেধের ঘেরাটোপে নারীকে গার্হস্থ্য-জীবনে আটকে রেখেছিল। সে সময় বেগম রোকেয়া তাঁর ক্ষুরধার লেখায় যৌক্তিকভাবে বলেছিলেন, "আমরা সমাজেরই অর্ধাঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কি রূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে-একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা আমাদের জীবনের লক্ষ্যও তাহাই"। এমন সাহসী উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তিনি নারীর জন্য সমাজ নির্ধারিত গৃহী জীবনের সীমানা ডিঙিয়ে পুরুষের পাশাপাশি নারীকে সহ-নাগরিক চিহ্নিত করেছেন, নারীর ভূমিকাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর ভাষায়, "যে শকটের এক চক্র বড়(পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী), সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না; সে কেবল একই স্থানে (গৃহকোণেই) ঘুরিতে থাকিবে"।

বেগম রোকেয়ার সেই দর্শনের ধারাবাহিকতা বহন করার প্রয়াসে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব বিকাশ, সহিংসতা প্রতিরোধ এবং শিশুদের নিরাপদ ও স্নেহময় পরিবেশ নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা রোকেয়ার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে এমন এক বাংলাদেশ গড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেখানে প্রতিটি নারী মর্যাদা, অধিকার ও সম্ভাবনা নিয়ে বিকশিত হবে। এ লক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এবারও নারী ও সমাজ উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য বেগম রোকেয়া পদক ২০২৫ প্রদান করা হয়েছে। যাঁরা মর্যাদাপূর্ণ এ পদকে ভূষিত হয়েছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি প্রত্যাশা করি, বেগম রোকেয়ার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে তাঁদের মতো অন্য নারীরাও বহ্নিশিখা হয়ে ছড়িয়ে যাবেন, সামাজিক গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসবেন।

আজকের দিনে এ কথা অনস্বীকার্য যে, বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর ৯৩ বছর পরেও একটি বৈষম্যমুক্ত, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতামুক্ত, সকল নাগরিকের সমমর্যাদা ও সম-সুযোগের বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন সফল করতে তাঁর চিন্তা, দর্শন, একাগ্রতা, অটুট সাহস আমাদের আলোকবর্তিকা হয়ে দিশা দেখাচ্ছে।

(শারমীন এস মুরশিদ)

সিনিয়র সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। বেগম রোকেয়া তাঁর লেখনীর মাধ্যমে অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের মূল ভাবনায় আঘাত করেছিলেন, এ জন্য তিনি একজন সমাজসংস্কারক। মহীয়সী এ নারীর জন্ম এবং প্রয়াণ দিবসে (৯ই ডিসেম্বর ১৯৮০- ৯ই ডিসেম্বর ১৯৩২) তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

নারী শিক্ষা এবং নারী মুক্তি পরস্পরের পরিপূরক। শিক্ষার অভাবে নারী ভীত-সংকুচিত হয়ে পড়ে, মাথানত করে নিজেকে পরাধীন ভাবতে শুরু করে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করার শক্তি খুঁজে পায় না। বেগম রোকেয়া বারবার স্পষ্ট করে বলেছেন শিক্ষা ব্যতীত নারী-পুরুষ কেউই মানুষ হিসেবে নিজেকে বিকশিত করতে পারে না। বহুযুগ ধরে গোঁড়ামি এবং ধর্মান্ধতা দিয়ে সমাজের যে অচলায়তন বানিয়ে রাখা হয়েছে তা যদি সম্পূর্ণরূপে ভাঙতে হয় তাহলে নারীকে হতে হবে সুশিক্ষায় শিক্ষিত, লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

বেগম রোকেয়া উপলব্ধি করেছিলেন, সমাজে নারীকে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন। নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির চিন্তায় তিনি 'আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন-ই-ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করে মেয়েদের কুটিরশিল্পে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, 'আমরা অকর্মণ্য পুতুল জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্টি হই নাই'। এ কথা নিশ্চিত এখন থেকে একশত বছরেরও বেশি সময় পূর্বে শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জায়গায় নারী-পুরুষের সমান অংশীদারিত্ব যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তিনি অনুধাবন করেছিলেন এবং আজকের পৃথিবীতে তাঁর সেই ভাবনাই জেন্ডার সমতা বিশ্লেষণের মৌলিক সূত্র। এই মৌলিক সূত্রকে সামনে রেখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও শিশুর উন্নয়নে বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো: ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি), মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষু, নির্যাতিত নারী ও শিশুদের আবাসিক শেল্টার হাউজ ও আইনি সহায়তা প্রদান, টোলফ্রি ন্যাশনাল হটলাইন ১০৯ এবং ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (সেল) স্থাপন, ডিএনএ প্রোফাইলিং ও ট্রেনিং, ন্যাশনাল ও রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার ল্যাবরেটরি স্থাপন, মহিলা সমিতি রেজিস্ট্রেশন ও অনুদান বিতরণ, ইনকাম জেনারেটিং একটিভিটিস (IGA) প্রকল্প, নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, মহিলা সহায়তা কর্মসূচি, উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জিসিএ) শীর্ষক প্রকল্প, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সমন্বিত সেবা জোরদারকরণ এবং কুইক রেসপন্স টিমের কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্প, ডে-কেয়ার স্থাপন, কর্মজীবী নারীর হোস্টেল সেবা ইত্যাদি।

এই সকল কার্যক্রম ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সমতা, মর্যাদা ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সরকারের যে প্রতিশ্রুতি তা অনেকাংশে সফল হবে বলে আমার বিশ্বাস। তবে বেগম রোকেয়ার আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে আমাদের আরও অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে। সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীর সাইবারসহ সকল ধরনের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা, এটাই হোক বেগম রোকেয়া দিবসের প্রতিশ্রুতি।

আমি বেগম রোকেয়া দিবস-২০২৫-এ তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নারী-পুরুষকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(মমতাজ আহমেদ, এনডিসি)